সংবাদ

তারিখ ... 13 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ২ ...

বেরোবির দুই শিক্ষক সংগঠনের দ্বন্দ্ব চরমে

জেলা বার্তাপরিবেশক, রংপুর ও প্রতিনিধি বেরোবি

শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে সামনে রেখে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামীপন্থি দুই শিক্ষক সংগঠন প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ ও নীল দলের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। বর্তমান উপাচার্য বিরোধী সংগঠন হিসেবে পরিচিত প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ থেকে নাটকীয়ভাবে ১৩ সদস্যকে বহিষ্কার এবং শিক্ষক হিসেবে সদ্য যোগদানকারী শিক্ষকদের জোর করে নীল দলের সংগঠনের সদস্যভুক্ত করা নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে। উপাচার্য সমর্থক নীল দলে যোগদানকারীদের হলের প্রভোস্ট বিভিন্ন বিভাগের ডিনসহ লোভনীয় পদে পদায়ন করা হচ্ছে।

জানা গেছে, গত ৩ নভেম্বর হঠাৎ করেই প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ থেকে বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ১৩ সদস্যকে বহিষ্কার করা হয়েছে মর্মে সংগঠনটির সদস্য সচিব গাজী মাজহারুল আনোয়ার স্বাক্ষরিত এক বার্তায় জানানো হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বহিষ্কারে নাম থাকা এসব শিক্ষকের কম বেশি সবাই দীর্ঘদিন থেকে নীল দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত। তবে কেন হঠাৎ করে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সদস্যপদ বাতিল করার প্রসঙ্গ আসল এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। বর্তমান উপাচার্য পন্থি শিক্ষকরাই নীল দলে অবস্থান করছে এটা সব মহলেই জানে। বিভিন্ন সময়ে উপাচার্য বিরোধী আন্দোলনে শিক্ষক সমিতির আদলে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজেই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সে সময় নীল দলের শিক্ষকরা উপাচার্যের পক্ষেই অবস্থান নেয়। বলা চলে উপাচার্যের তাসের তরুপ এই নীল দলের শিক্ষকদের দিয়েই উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ চালান। নীল দলের শিক্ষকদের অধিষ্ঠিত করেছেন বিভিন্ন প্রশাসনিক ও একাডেমিক গুরুত্বপূর্ণ পদ ও দায়িত্বে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ থেকে বহিস্কৃত বেশিরভাগ শিক্ষকেই নীল দলের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। এদের মধ্যে বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. নাজমুল হক উপাচার্য ক্যাম্পাসের বাইরে থাকলে উপাচার্যেও রুটিন দায়িত্ব পালন করেন। প্রবীণ এই শিক্ষককে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ থেকে এখন বহিষ্কার করার কথা বললেও গত জানুয়ারি মাসে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে তিনি নীল দলের প্যানেলে সভাপতি পদে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের প্যানেলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। একইভাবে নীল দলের বর্তমান সভাপতি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি গেল শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রগতিশীলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। একইভাবে নীল দলের অনুসারী শিক্ষক এআইএস বিভাগের শিক্ষক আমীর শরীফ শহীদ মুখতার ইলাহী হলের প্রভোস্ট, সুবরণ চন্দ্র সরকার ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. নিতাই কুমার ঘোষ ছাত্রী হলের সহকারী প্রভোস্ট, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক আকতারুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু হলের সহকারী প্রভোস্ট, লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষক জুবায়ের ইবনে তাহের শহীদ মুখতার ইলাহী হলে সহকারী প্রভোস্ট, সিএসই বিভাগের শিক্ষক বকুল কুমার চক্রবর্তী বঙ্গবন্ধু হলে সহকারী প্রভেস্টের দায়িত্ব পালন করছেন। মজার বিষয় বিভিন্ন প্রশাসনিক ও একাডেমিক পদে যেসব পদ রয়েছে তার চার-তৃতীয়াংশ পদেই এই নীল দলের শিক্ষকরা অধিষ্ঠিত। বর্তমানে শিক্ষক সমিতির কার্যকারী পরিষদে নীল দলের হয়ে বিজয়ী হওয়া একমাত্র সদস্য ড. তুহিন ওয়াদুদ রয়েছেন একমাত্র ছাত্রী হল শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রভোস্টের দায়িত্বে। ওই হলেরই সহকারী প্রভোস্টের দায়িত্বে আছে নীল দলের সাধারণ সম্পাদক সাব্বীর আহমেদ চৌধুরীসহ অন্যান্য সদস্যরা। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান দপ্তরগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রক্টর দপ্তরের প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করছেন নীল দলের অনুসারী অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশ সিস্টেম বিভাগের শিক্ষক শাহীনুর রহমান। এদিকে এক সময়ে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের প্যানেলে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সভাপতি পদে নির্বাচিত বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. সাইদুল হক ও একই বিভাগের শিক্ষক ড. শফিক আশরাফকে হঠাৎ করেই প্রগতীশীল শিক্ষক সমাজ থেকে বহিষ্কার করার পিছনে দেখা হচ্ছে উপাচার্যের পক্ষে কার্যক্রম চালিয়ে বিভিন্ন নীল দলে যোগদান করে পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার নেপথ্য। ড. সাইদুল হক বর্তমানে কলা অনুষদের ডিনসহ বিভাগের প্রধান ও ড. শফিক আশরাফকে সম্প্রতি সহকারী প্রক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সদস্য সচিব অধ্যাপক ড, গাজী মাযহারুল আনোয়ার বলেন যাদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তারা বিভিন্ন সময় সংগঠন বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। আর অতিসম্প্রতি সদ্য যোগ দেয়া কয়েকজন শিক্ষককে জোর করে নীল দলে যোগদান করার যে কথা শোনা যাচ্ছে এটা হয়ে থাকলে তা শিক্ষক সমাজের জন্য খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এ ব্যাপারে নীল দলের সভাপতি গোলাম রব্বানী জানান, সংগঠনে যেকোন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন শিক্ষক সদস্য হতে পারে। এটি নিয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে জোরপূর্বকভাবে নবাগত শিক্ষকদের হাতে ফরম পূরণ করানোর বিষয়ে প্রথমে কোনো মন্তব্য করতে পারবেন না বলে জানালেও এই অভিযোগ প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ ছাড়া কেউ করবে না বলে জানান।

তিনি জানান, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ নীল দলের সাংগঠিক কার্যক্রমকে বাঁধাগ্রস্ত করার পায়তারা করছে।